যুগান্তর

তারিখ ... 10 MAY 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৮ ...

মো. সিদ্দিকুর রহমান

প্রাথমিক শিক্ষকদের অধিকার আর কতদিন লংঘন হবে?

নিতে হবে। যারা রমজান মাসের ছুটি দেখিয়ে শ্রান্তি বিনোদনের ভাতা পাবেন, তারা ৩ বছর পরপর শ্রান্তি বিনোদন ভাতা পেয়ে অধিকার বঞ্চিত হবেন। গ্রীষ্মের ছুটি ১৫ দিন রাখার আবেদন-নিবেদন ও পত্রপত্রিকায় লেখালেখির পরও বিষয়টির সুরাহা হয়নি। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের উদাসীনতায় প্রাথমিক শিক্ষকরা হতবাক। গ্রীষ্মের ছুটি দ্রুত না হলে শিক্ষকরা শ্রান্তি বিনোদন ভাতা সময়মতো পাবেন না। অনেকের মনে প্রশ্ন, এর জন্য কি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন লাগবে? প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের কি আদেশ দেয়ার ক্ষমতা নেই?

প্রাথমিক শিক্ষকরা অন্যান্য সরকারি চাকরিজীবীর চেয়ে অনেক কম ছুটি ভোগ করেন। অথচ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভাগ্যে দুটি অর্জিত ছুটি, ২ বছরের অর্জিত ছুটি জমা থাকলে পান ১ বছরের পুরো বেতনে লাম্পগ্র্যান্ড ও পিএলআর বেতন, আরও পান শ্রান্তি বিনোদনের ১৫ দিনের ছুটি। আর প্রাথমিক শিক্ষকদের ভাগ্যে জুটছে একটি অর্জিত ছুটি তাও অর্ধ বেতনে। ৩ বছরের অর্জিত ছুটি থাকলে অর্ধ বেতনে ১ বছরের পিআরএল বেতন ও ১ বছরের লাম্পগ্র্যান্ড। শ্রান্তি বিনোদনের ১৫ দিনের ছুটি না দিয়ে কাজ করানো হয়। প্রাথমিক শিক্ষকদের দেয়া হয় ভোকেশনাল বিভাগে। আর যারা ছুটি বেশি ভোগ করেন, তাদের দেয়া হয় নন ভোকেশনাল বিভাগের সুবিধা। প্রাথমিক শিক্ষকদের নন ভোকেশনাল অধিকার কি অযৌক্তিক নয়?

সব পেশা-শ্রেণীতে উন্নতি ও পদোন্নতির সুযোগ থাকে। কেবল প্রাথমিক শিক্ষকদের পদোন্নতির সুযোগ অত্যন্ত ক্ষীণ। সহকারী শিক্ষকদের ৬৫ ভাগ কোটা নির্ধারিত প্রাথমিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমের প্রতিষ্ঠিত করতে হবে শিক্ষকদের অধিকার।

দেশের উন্নয়ন তথা ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন দেশের তৃণমূল মানুষের দোরগোড়ায় নিতে যেতে জাতীয় শিক্ষানীতির দ্রুত বাস্তবায়নের বিকল্প নেই। অথচ শিক্ষানীতির বাস্তবায়নের গতি অত্যন্ত ধীর। এ প্রসঙ্গে ঢাকার মাতুয়াইলের বর্ষীয়ান শিক্ষক নেতা এমএ সিদ্দিক মিয়া আক্ষেপ করে বললেন, 'বঙ্গবন্ধু শূন্য কোষাগারে ৩৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের সরকারিকরণ করেছিলেন। তার মতো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা উপলব্ধি করেছেন, এ দেশের তৃণমূল মানুষের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হলেই দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব হবে। অথচ বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সরকার, যার প্রধানমন্ত্রী তারই কন্যা। সাধারণ মানুষের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা জাতীয় শিক্ষানীতিতে থাকার পরও দায়সারাভাবে এগোচ্ছে।'

জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে সাধারণ মানুষের অধিকার বাস্তবায়ন, শিগগিরই ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চালু এবং সার্বিক দায়দায়িত্ব প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করা হোক। প্রাথমিক শিক্ষকদের অধিকার বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ আজকের দিনে সবার প্রত্যাশা। শিগগিরই বাস্তবায়ন হবে প্রাথমিক শিক্ষকদের অধিকার— এ প্রত্যাশায় রইলাম।

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান : *আহ্বায়ক, প্রাথমিক শিক্ষক অধিকার সুরক্ষা ফোরাম*